দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 06 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... 12 কলাম ... ৬

সরকারী অনুদানভুক্তকরণ ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে —ড. আলাউদ্দিন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ নতুন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী অনুদানভুক্তকরণের বর্তমান নীতিমালাকে পর্যালোচনা করে একটি স্বচ্ছ, যুগোপযোগী, সহজবোধ্য ও সহজে বাস্তবায়নযোগ্য নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

কমিটির সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে নতুন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী অনুদানভুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির প্রথম সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ শাহ আলম, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর মোমান উর রশিদ, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর নিতাই চন্দ্র সূত্রধর, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ইউসুফ, জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ এম এ আউয়াল সিদ্দিকী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (কলেজ) মাইনুদ্দীন খন্দকার, বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালক আহসান আবদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সরকারী অনুদান প্রাপ্তির প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে বর্তমান নীতিমালার বিভিন্ন অসঙ্গতি ও প্রায়োগিক সমস্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। একাডেমিক স্বীকৃতি, জনবল কাঠামো ও আর্থিক প্রাপ্যতার আনুপাতিক হার বজায় না রাখা, রাজনৈতিক প্রভাবাধীনে নিয়ম শিথিল করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনান্তে কমিটি কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সিদ্ধান্তসমূহ হলো- কার্যপরিধি ব্যাপক হওয়ায় সুপারিশ প্রদানের জন্য আরো দু'মাস সময় বৃদ্ধি করা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (মাধ্যমিক) ও যুগ্মসচিব (কারিগরি ও মাদ্রাসা)কে কমিটির সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করা এবং নতুন নীতিমালা গৃহীত হবার পর আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এমপিওভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া।